57

ভোরের কাগজ

তারিখ ...07 JUN 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫.....

ডাকসু নির্বাচন : ছাত্রলীগ ছাড়া সবার মন্তব্য 'পরিবেশ নেই'

তরুণ সরকার : সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সক্রিয় সকল ছাত্র সংগঠন এ মুহূর্তে ডাকসু নির্বাচনের বিপক্ষে। তারা মনে করছে বর্তমানে ক্যাম্পাসে নির্বাচনের পরিবেশ নেই। ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাদের সঙ্গে কথা বলে এ কথা জানা যায়।

গত ২৭ মে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ডাকসু গঠনতন্ত্র সংশোধনের মধ্য দিয়ে অকার্যকর ডাকসু ভেঙে যায়। এর পর থেকেই ক্যাম্পাসে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। এ আলোচনার প্রধান বিষয় নির্বাচনী পরিবেশ। এ প্রসঙ্গে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না বলেন, ডাকসু নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ বর্তমানে ক্যাম্পাসে বিরাজমান। অতীতে যে পরিবেশে ডাকসু নির্বাচন হয়েছে, তার চেয়ে ক্যাম্পাসের বর্তমান পরিবেশ হাজার গুণ ভালো। এখন কথায় কথায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয় না। একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন নবী খান সোহেলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে ডাকসু নির্বাচনের কোনো পরিবেশই নেই। ছাত্রদলের কর্মীরা হলে থাকতে পারছে না। সংগঠনিক তৎপরতা চালাতে পারছে না। হলগুলো দখল করে রেখেছে অস্ত্রধারী বহিরাগত সন্ত্রাসীরা। এ অবস্থায় কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না।

ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হাসান হাফিজুর রহমান সোহেল এ প্রসঙ্গে বলেন, অবৈধ অস্ত্রধারী ও সন্ত্রাসীরা অবাধে ক্যাম্পাসে বিচরণ করছে। এই পরিবেশ ডাকসু নির্বাচনের জন্য উপযোগী নয়। ডাকসু নির্বাচন করতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নিরপেক্ষভাবে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার, অস্ত্র উদ্ধার এবং সব হলে সব সংগঠনকে অবাধে সাংগঠনিক তৎপরতা চালানোর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (চু-ক) সাধারণ সম্পাদক করিম সিকদার বলেন, খোদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই স্বীকার করেছেন, ক্যাম্পাসে ডাকসু নির্বাচনের পরিবেশ নেই। সন্ত্রাসী মস্তানদের হলে রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না। সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার এবং সব হলে অবাধে সব সংগঠনের তৎপরতা চালানোর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে নির্বাচনের আগেই।

বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি জিয়াউল হক জিয়া বলেন, ক্যাম্পাসে এই মুহূর্তে ডাকসু নির্বাচনের পরিবেশ নেই। পার্থ হত্যাকারীসহ সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের কোনো উদ্যোগ এখনো নেওয়া হয়নি। সকল ছাত্র সংগঠন মিলে একটি নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ডাকসু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান তপন একইভাবে বলেছেন, এই মুহূর্তে ক্যাম্পাসে ডাকসু নির্বাচনের পরিবেশ নেই। সন্ত্রাসীদের তালিকা প্রকাশ, তাদেরকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা ও গ্রেপ্তার এবং বৈধ ছাত্রদের হলে থাকার ব্যবস্থা ও হলগুলোতে অবাধে সাংগঠনিক তৎপরতা চালানোর পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।